যুগান্তর

তারিখ 29 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেক শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একজন প্রভাষক মোট চারটি চাকরি করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত চাকরি, একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম লেকচারার, একটি সংবাদপত্রের অফিসে সাব এডিটিং এবং প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের ট্রেইনার তিনি। এ বিভাগেরই আরেকজন সহকারী অধ্যাপক মাসে সর্বোচ্চ চার দিন ক্লাস নেন। প্রতি শনিবার একদিনই বিভাগে এসে তিনি তার গোটা সপ্তাহের নির্ধারিত সব ক্লাস নিয়ে থাকেন। যদি কোন সপ্তাহে ব্যত্যয় ঘটে, তবে সে সপ্তাহে তার আর আসা হয় না।

শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশকিছু শিক্ষকের মধ্যে এভাবে 'বিশ্ববিদ্যালয় ছুট' প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

> • ১০৯৩ জন শিক্ষক দেশের বাইরে
> • ১৮৯৫ জন পার্টটাইম চাকরি করেন

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের, অর্ধেকই মূল শিক্ষা কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন আছেন। এর মধ্যে ১৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্রাধিক শিক্ষক বর্তমানে দেশেই নেই। এরা সবাই উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়েছেন। বিদেশে অবস্থানরত এসব শিক্ষকের বেশিরভাগ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শিক্ষা ঋণ' বা 'বৃত্তি' নিয়ে বিদেশে গমন করেন। বিভিন্ন মেয়াদে ছুটি নিয়ে এদের কেউ কেউ সর্বনিম্ন চার বছর থেকে সর্বাধিক একযুগ পর্যন্ত বিদেশে অবস্থান করছেন। নিয়মানুযায়ী শিক্ষকরা সর্বোচ্চ চার বছর পর্যন্ত শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশে অবস্থান করতে পারেন। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বেতন-ভাতা সবই পরিশোধ করে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা আইনের এই ফাঁককে কাজে লাগিয়ে চার বছর বিদেশে অবস্থান করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও টাকা উত্তোলন করেন। এরপর অনেকে স্থায়ীভাবে আবাস গেড়েছেন সেখানে। এছাড়া আরও দুই সহস্রাধিক শিক্ষক দেশের ভেতরে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন। এনজিও, ব্যবসা, বিদেশী সংস্থায় পরামর্শকসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন কাজ করছেন আরও ৫ শতাধিক শিক্ষক। সব মিলিয়ে ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ হাজার ৪৬২ শিক্ষকের মধ্যে অর্ধেকই বিচ্ছিন্ন রয়েছেন মূল শিক্ষা কার্যক্রম থেকে। শিক্ষকদের এই 'বিশ্ববিদ্যালয় ছুট' মনোভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সার্বিক উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয় এক ধরনের শিক্ষক সংকটে পড়েছে। শিক্ষকদের এ মনোভাবকে বিশেষজ্ঞরা 'অনৈতিক' হিসেবে আখ্যায়িত করে 'অবক্ষয়' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তারা বলেছেন, এখন শিক্ষা ছুটির অপব্যবহার হচ্ছে। পড়ার জন্য ছুটি নিলেও অনেকেই লেখাপড়া করেন না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. এম আসাদুজ্জামান বলেছেন, এ বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আইন হওয়া দরকার।

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ২

83 Report

শিক্ষক : পাবলি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা, এনজিও-পোশাকখাতে ব্যবসা, বিদেশী সংস্থায় পরামর্শক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন চাকরি করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এসব কাজ দ্রুত লাভজনক হওয়ায় আসল কাজের চেয়ে তারা বাইরের কাজকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন।

অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষকদের এ অনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার কাজে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে থাকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শিক্ষক রাজনীতি এবং বিভিন্ন নির্বাচনে জয়লাভের আশায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন একচেটিয়াভাবে এ অন্যায় কাজকে সমর্থন দিয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ১৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ হাজার ৪৬২ শিক্ষকের পদ রয়েছে। মঞ্জুরি কমিশনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে শিক্ষা ছুটিতে অবস্থান করছেন ১ হাজার ৯৩ জন শিক্ষক। এছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২শ' শিক্ষক আছেন প্রেষণে। বিদেশে অননুমোদিত ছুটি নিয়ে অবস্থান করছেন ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন। এছাড়া ৫২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকরি করছেন ১ হাজার ৮৯৫ জন। সূত্রমতে, প্রকৃত চিত্র আরও করুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খণ্ডকালীন শিক্ষকের প্রকৃত সংখ্যা কিংবা পূর্ণকালীন শিক্ষকের বিষয়ে অনেক সময়ই সঠিক তথ্য দেয় না। ২৪ সেপ্টেম্বর ইউজিসিতে ২০০৬ সালের বার্ষিক রিপোর্ট সংক্রান্ত এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশিতব্য রিপোর্টে শিক্ষকদের এসব তথ্য বিস্তারিত স্থান পেয়েছে বলে সূত্র জানায়।

তথ্য অনুযায়ী, ছুটি নেয়ার সংখ্যাগত দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এগিয়ে আছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪৭ শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে অবস্থান করছেন। অননুমোদিত ছুটি নিয়ে বিদেশে আছেন আরও ১২৬ জন, যাদের মধ্যে ১১০ জনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনার পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা। এছাড়া দেশের ভেতরে ও বাইরে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে আছেন আরও ৪৪ জন। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, ১১০ শিক্ষকের স্থানে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেরই চাকরির পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি ১৯ জন শিক্ষককে চাকরিতে যোগদানের চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হয়েছে। নোটিশপ্রাপ্তদের মধ্যে কেবল চারুকলার অধ্যাপক শাহীন শিকদার কাজে যোগদান করেছেন বলে জানা গেছে।

সংখ্যাগত দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে থাকলেও অনুপাতগত দিক থেকে এগিয়ে যথাক্রমে ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭১ জন শিক্ষক আছেন। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। ৩৫ জন নিয়েছেন শিক্ষা ছুটি। যাদের মধ্যে ১৬ জনই ছুটি 'ডিফল্টার'। এরা অননুমোদিতভাবে ছুটি ভোগ করছেন। এছাড়া আরও ২ জন আছেন প্রেষণে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৭ জন শিক্ষকের ২৪ জনই আছেন শিক্ষা ছুটিতে। এর মধ্যে ৩ জন আছেন অননুমোদিত ছুটিতে। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৮ শিক্ষকের ১৮ জনই আছেন শিক্ষা ছুটিতে। এর মধ্যে ২ জনের ছুটির মেয়াদ শেষ হলেও তারা কাজে যোগদান করেননি। এছাড়া আরও ২ জন আছেন প্রেষণে। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৬ শিক্ষকের মধ্যে ১৫ জনই আছেন প্রেষণে ছুটি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে। ৭ জন শিক্ষা ছুটি ভোগকারীর মধ্যে ২ জনের আবার ছুটির মেয়াদ শেষ হয়েছে বহু আগে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১৮৩ জন। এর মধ্যে ৭১ জনই আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। ৬৮ জন শিক্ষা ছুটিতে, ৩ জন প্রেষণে। ৬৮ জনের মধ্যে ২ জন অননুমোদিত ছুটি নিয়ে পালিয়েছেন বিদেশে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩৫ জনের মধ্যে ১০২ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। এর মধ্যে ৯৯ জন শিক্ষা ছুটিতে এবং ৩ জন প্রেষণে আছেন। ১ জন ছুটি শেষেও ফিরে আসেননি দেশে।

এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৮৬ শিক্ষকের মধ্যে ১৩৬ জন রয়েছেন শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে। এর মধ্যে ৯৯ জন শিক্ষা ছুটিতে ও ৩৭ জন আছেন প্রেষণে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২০ শিক্ষকের মধ্যে ৯৮ জন আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। এর মধ্যে ৮০ জন শিক্ষা ছুটিতে ও ১৮ জন প্রেষণে। বুয়েটের ৩৭৯ শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষা ছুটিতে আছেন ১০৫ জন। ২৩ জন আছেন প্রেষণে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ৬০৫ জন। এর মধ্যে ৩১ জনই আছেন প্রেষণে। ১ জন অবৈধ ছুটি ভোগকারীসহ মোট ৭ জন আছেন শিক্ষা ছুটিতে।

শিক্ষা ছুটি ভোগের দিক থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ষষ্ঠ স্থানে আছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৩ শিক্ষকের মধ্যে ৭৯ জন আছেন শিক্ষা ছুটিতে; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে চাকরি করছেন আরও ৯ জন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩ শিক্ষক আছেন শিক্ষা ছুটিতে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক ২৪০ জন। প্রেষণে আছেন ৫ জন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক প্রেষণ বা শিক্ষা ছুটিতে নেই। কিন্তু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ শিক্ষকের ৮ জনই আছেন প্রেষণে। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪ শিক্ষকের ২ জন এবং খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫ জনের মধ্যে ২৯ জন আছেন শিক্ষা ছুটিতে।

মঞ্জুরি কমিশনের ২০০৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ৫৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১ হাজার ৮৯৫ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক রয়েছেন। এদের সবাই বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এদের মধ্যে অধ্যাপক ৬০৫ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৩১৫, সহকারী অধ্যাপক ৩২৬ এবং লেকচারার রয়েছেন ৬৪৯ জন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব খণ্ডকালীন শিক্ষকের বেশিরভাগই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন শিক্ষক। [illegible]